যুগান্তর

তারিখ 30/4/2010
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সার্ক সম্মেলনে বাংলাদেশের দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে

—পররাষ্ট্রমন্ত্রী

মাসুদ করিম, *থিম্পু থেকে*

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। একটি এ অঞ্চলে গণতন্ত্রকে সংহত করতে সার্ক ডেমোক্রেসি চার্টার ও অন্যটি খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে খাদ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি বৃহস্পতিবার রাতে থিম্পুতে এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানিয়ে বলেন, এ দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করায় তা বাংলাদেশের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্জন হয়েছে। এ অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে, গণতন্ত্রকে লালন ও এর বিকাশে প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে তার উদ্বোধনী ভাষণে খাদ্য

গৃহীত : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৩.

গৃহীত : দুটি প্রস্তাব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিরাপত্তার জন্য এ অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক খাদ্যভান্ডার গড়ে তোলারও প্রস্তাব করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি জানান, সার্কভুক্ত সবগুলো দেশেই গণতন্ত্র বিরাজমান। এ গণতন্ত্রকে সংহত করা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই এই চার্টার অব ডেমোক্রেসি. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সার্ক দেশগুলোর মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে তারা কার্বন গ্যাস নিঃসরণ কমাতে আইনি বাধ্যবাধকতা সংবলিত একটি প্রস্তাব গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, একে তিনি ব্যর্থতা বলতে নারাজ। তিনি সার্কের মাধ্যমে আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে একটি সমন্বিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারব বলে আশা করেন। এটিএন বাংলা আরও জানায়, থিম্পুতে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের দৃষ্টি ছিল হাসিনা-মনমোহনের বৈঠকের ওপর। এ বিষয়ে দীপু মনি বলেন, দুই নেতার এ বৈঠক ছিল পর্যালোচনামূলক। দুই দেশের যৌথ ইশতেহারের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন তারা।